যুগান্তর

হলে হলে 'টর্চার সেল': এ ধরনের কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে হবে কঠোরভাবে

প্রকাশ : ১৫ অক্টোবর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

সম্পাদকীয়

বুয়েটের টর্চার সেল। ফাইল ছবি

ছাত্রলীগের নির্মম পিটুনিতে বুয়েট ছাত্র আবরার ফাহাদ নিহত হওয়ার পর বেরিয়ে আসছে নির্যাতনের নানা ঘটনা। শুধু বুয়েটেই নয়, অন্যান্য উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হলগুলোতেও গড়ে উঠেছে নির্যাতন চালানোর 'টর্চার সেল'।

গতকাল যুগান্তরে প্রকাশিত শীর্ষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩টি ছাত্র হলের অর্ধশত কক্ষ ব্যবহৃত হয় টর্চার সেল হিসেবে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং এসব হলে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা গত সাত বছরে ৫৮টি নির্যাতনের ঘটনা ঘটিয়েছে। এতে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন অন্তত অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী।

এর আগে বুয়েটে ছাত্রদের চার আবাসিক হলে ১০টি টর্চার সেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। ছাত্রলীগ নেতাদের ওইসব কক্ষে বিভিন্ন শিক্ষার্থীকে ধরে নিয়ে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হতো। শনিবার অভিযান চালিয়ে তিনটি কক্ষ সিলগালা করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। আবরার ফাহাদকে এ ধরনেরই একটি কক্ষে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

বলার অপেক্ষা রাখে না, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হলগুলোতে এ ধরনের কর্মকাণ্ড শুধু অনৈতিক নয়, বেআইনিও। এটি শিক্ষার্থীদের জন্য রীতিমতো আতঙ্কের বিষয়। গোটা সমাজের জন্যই এটা উদ্বেগজনক।

বস্তুত দেশের প্রায় সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েই এ ধরনের 'টর্চার সেল' থাকার খবর পাওয়া যাচ্ছে। হলগুলোতে ছাত্র নির্যাতন ও হয়রানির একটি কারণ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের 'বড় ভাইসুলভ' আচরণ। তবে মূল কারণ যে হলে আধিপত্য বিস্তার করা তাতে সন্দেহ নেই, এবং এর পেছনে জড়িয়ে আছে ছাত্রনেতাদের ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থ।

আবাসিক হলে সিট দখলের উদ্দেশ্যে প্রায়ই সাধারণ ছাত্রদের ওপর এ ধরনের নির্যাতন চালানো হয়ে থাকে। আধিপত্য বিস্তারের জন্য নিজ সংগঠনের পদধারী নেতার বিরুদ্ধেও 'ছাত্রদল-শিবির' করার অভিযোগ এনে তাকে পিটিয়ে হলছাড়া করার নজির রয়েছে।

এসব কর্মকাণ্ড যে নতুন তা নয়, অতীতে অন্যান্য ক্ষমতাসীন ছাত্রসংগঠনও সিট দখলের রাজনীতি ও শিক্ষার্থী নির্যাতন করেছে। সেই ধারাবাহিকতাই চলে আসছে ক্ষমতা পরম্পরায়। প্রশ্ন হল, এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ কী করছে? বিশেষ করে হল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে বড় ধরনের প্রশ্ন রয়েছে।

দেখা যায়, কোনো একটি অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটার পর কর্তৃপক্ষ দাবি করে, এসব বিষয়ে তারা কিছুই জানে না। বস্তুত এর দায় আবাসিক হল কর্তৃপক্ষ, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনোভাবেই এড়াতে পারে না। শিক্ষার্থীদের দেখভালের দায়িত্ব তাদের ওপরই ন্যস্ত। কাজেই তাদের দায় এড়ানোর কোনো সুযোগ নেই।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতি এবং উপাচার্য নিয়োগের বিদ্যমান পদ্ধতিও যে এজন্য দায়ী, সেটিও আজ নির্দিষ্টকরণের সময় এসেছে। বুয়েট ছাত্র আবরার হত্যার ঘটনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ছাত্ররাজনীতির নামে কী চলছে। এই অপরাজনীতির মূলোৎপাটন করতে হবে যে কোনো উপায়ে।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, নামমাত্র টাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কারা পড়াশোনা করছে ও আবাসিক হলে কারা থাকছে, কারা মাস্তানি করছে, তা খতিয়ে দেখা হবে। কোনো অনিয়ম সহ্য করা হবে না। তিনি আরও বলেছেন, 'সরকারের খরচে হলে বসে জমিদারি চলবে না, আমি কোনো দল-টল দেখব না।'

আমরা মনে করি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে অপরাজনীতির মূলোৎপাটনে এ ধরনের কঠোরতাই প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্ররাজনীতির নামে আধিপত্য বিস্তারের কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে হবে।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।